মুরতাদের পংক্তিমালা

(উৎসর্গ- আকবার দ্য গ্রেইট, শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংশ, লালন ফকির ও কাজী নজরুল ইসলাম-কে)

-- জাহেদ আহমদ

anondomela@yahoo.com

একঃ মাধবীলতা

মাধবীলতা, ও মাধবীলতা-
মাধবীলতা, ও মাধবীলতা।
মনের কোণে জমা হাজারো ব্যথা,
শুনবে কি তার কথা, মাধবীলতা?

তাকিয়ে বল দেখি পৃথিবীর পানে,
হানাহানি মারামারি কেন জনে জনে,
এত ভেদাভেদ কেন আমাদের মাঝে
পশুরা ও হাসে আজ আমাদের কাজে,
মানুষ বলে না আজ মানুষের কথা,
মাধবীলতা, ও মাধবীলতা।

আকাশে যখন নেই কোনই দেয়াল,
মাটিতে তবে কেন এত জঞ্জাল?
ভালবাসি যে মেয়েকে মানুষের গুণে,
দ্বিধায় পড়ি কেন ধর্মটা শুনে,
ভালবাসা মরে যায়, রয়ে যায় ব্যথা,
মাধবীলতা, ও মাধবীলতা।

রাতের আকাশে দেখি তারার মেলা
সূর্য মেঘের সাথে দিনে করে খেলা,
সূর্য তো একই থাকে সব দেশে দেশে,
চন্দ্র ও সব দেশে যায় হেসে হেসে,
মানুষের মাঝে কেন নেই এই প্রথা?
মাধবীলতা, ও মাধবীলতা।

পৃথীবিটা এক দেশ, মানুষ এক জাতি,
সুখ দুঃখে এক হবে অপরের সাথী,
জাতপাত ভুলে গিয়ে যদি করি কাজ,
স্বর্গ মাটিতেই করবে বিরাজ।
কারো মনে থাকবে না মোর মত ব্যথা,
মাধবীলতা, ও মাধবীলতা।

ফোর্টকলিন্স, কলোরেডো
০৩/১১/২০০১

দুইঃ অধরা

ঐ ডালেতে বসা ময়না
চোখে দেখা যায়,
ধরতে চাইলে উড়াল দিয়ে
অমনি সে পালায়,
তবু তারে ধরতে আমার
মনটা কান্দে হায়!

আছে সেথা ময়না আমার
দেখি ঠিকই তারে,
ধরতে গেলে আমি যে গো
হারি বারে বারে।

আশায় থাকি ময়না একদিন
আসবে আমার বুকে,
রাজা হয়ে করব গো বাস
থাকব আমি সুখে।

অর্ধেক জীবন গেল আমার
রংগীন স্বপ্ন বুনে ,
বাকী অর্ধেক কাটলো আমার
প্রহর গুনে গুনে।

এমনি করে ছোট্টজীবন
একদিন ফুরিয়ে যায়,
হইলো না আর শিখা ক্যামনে-
ময়না ধরা যায়!

০১।০৮।২০০৪
জামাইকা, নিউ ইয়র্ক

তিনঃ স্বপ্ন

পৃথিবী জুড়ে মানুষ
মানুষ জুড়ে আশা,
পৃথিবীটা পূর্ণ হবে
পেয়ে ভালবাসা।

আকাশে দেখি পাখি, বাতাসে ফুলের গন্ধ,
মন থাকিলে খোলা, দরজা হয় না বন্ধ।
দাও পেতে দাও বুক, ডরিও না আঁধার,
আলোর মহিমা ফোটে কেবলই থাকিলে অন্ধকার।
আঁধারবিহীন কেবলই আলো
হয় যে সর্বনাশা,
পৃথিবী জুড়ে মানুষ,
মানুষ জুড়ে আশা,

পৃথিবীটা পূর্ণ হবে
পেয়ে ভালবাসা।

জামাইকা, নিউ ইয়র্ক

চারঃ ২০০৪

হয়ে যাক আপন সবে ছিল যারা পর-
এসো সবে বরণ করি নতুন বছর।

জীবন বড় ছোট্ট বন্ধু রাখিও মনে,
তাই তো আমি মেতে থাকি কবিতা-গানে।
মদের বোতল নিয়ে হাতে স্মরি ভগবান-
নারায়ণ আর আল্লা আমার কাছে যে সমান।
মাতাল বলে ভদ্দরলোকের জ্ঞান নেই যে মোর
এসো.....বছর।

হাতের কাছে স্বর্গ রেখে আসমানে তাকাই,
পায় সে কেমনে বেহেস্ত বাইরে, অন্তরে যার নাই?
আপন মনই স্বর্গ-নরক, ওহে নারী-নর
এসো.....বছর।

জ্যাক্সন হাইটস,
নিউ ইয়র্ক
১২/৩১/২০০৩
রাত ১০-৫২ ঘটিকা

পাঁচঃ পরিচয়

কেউ বলে *'হিন্দু'*
কেউ *'খ্রীস্টান'*,
কেউ বা বলে ওঠে
'আমি মুসলমান',
কেউ বলে *'ইহুদী'*,
কেউ বলে *'শিখ'*,
এমনি পরিচয় দেখি
চারিদিক।

কেউ তো বলে না ভাই,
'আমি মানুষ,
আদি থেকে শেষ আমি
কেবলই মানুষ'!

হ্যামট্রামিক
মিশিগান
২০০১

ছয়ঃ আফসোস

একদিন আমার ও যে হইব গো মরণ,
আহারে জানতাম যদি দিন-তারিখ-সন!

রাজা মরল, বাদশা মরল, মরল গো উজীর,
মরণ থেকে পায়নি রেহাই আলেকজান্ডার বীর!
ধনী-গরীব-আমীর-ফকীর হোক না যেই সে ভাই,
মরণ থেকে পাইবে নিস্তার সাধ্য কারো নাই।
বাসী হলে ও এই কথাটি বইল্যা যেতে চাই-
ভালবাসায় খুঁইজ্যা নিও অচেনা সেই *সাঁই*/
পেট ভরিলে ও এক জীবনে ভরে কি আর মন,
আহারে.....সন।

মক্কা-গয়া-কাশী ঘুরে পাও না দেখা যার,
মনের দুয়ার খুইল্যা দেখ পাইবা দেখা তার।
মোল্লা-পুরোহিত মিলে কি যে দিল মন্ত্রনা,
মানুষ থেকে ধর্ম বড় হইয়া বাড়ে যন্ত্রণা।
মানুষবিহীন ঈশ্বর পূজায় কাটে যে জীবন,
আহারে জানতাম.....সন।
একদিন আমার ও যে হইব গো মরণ,
আহারে জানতাম যদি দিন-তারিখ-সন!

জ্যাক্সন হাইটস,
নিউ ইয়র্ক
০১/০৫/২০০৪

সাত্তঃ চাদর

করে আমায় আদর
দিয়েছিলে সাদা চাদর,
বাইরে ছিল কনকনে
ঠান্ডা আর শীত,
তাই নিয়ে লিখেছি
আজকের এই গীত।

চাদর কেবল নয়
যেন সংগে তুমি,
একটু শীত ও বোধ করিনি
উ ষ্ণ আমি!

এলাম যখন ফিরে
আমার নিজের ঘরে,

বন্ধ চোখে বসলাম
বিছানায় গিয়ে,
আচানক এক স্বপ্ন দেখলাম
তোমাকে নিয়ে!

আবার যখন পড়বে ঠান্ডা
পড়বে যখন শীত,
দিও আমায় সুযোগ তুমি
লিখতে নতুন গীত!

খালি গায়ে আসব আমি
পেতে চাদর,
শূণ্য বুকে আসব আমি
নিতে আদর,

নতুন চাদর নিয়ে আমি
লিখব নতুন গীত,
বুঝবে সবাই কি যে মধুর-
কনকনে এই শীত!

জামাইকা, নিউ ইয়র্ক
১১/১৪/২০০৩
কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ বিশ্বজিৎ সাহা
মুক্তধারা, নিউ ইয়র্ক।

আটঃ জল-পানি

আমি যারে 'আল্লা' ডাকি , তুমি তারে ডাক 'রাম',
তবু কেন বুঝি না কেউ, এক জিনিসের দুই নাম!

তুমি যাহা জল বল, আমি বলি তা পানি
আসলে তা একই জিনিস, সকলে তা জানি!

কোটি কোটি হিন্দু দেখি, দেখি কোটি মুসলমান,
তবু কেন বিবেকানন্দ-নজরুল হইলেন পেরেশান!

তোমার আছে পুরোহিত, আমার আছে মাওলানা,
নাই কেবল মানুষ অন্তর খাঁটি যার ষোল আনা!

তুমি ছুট কাশী, আমি ছুটি মক্কা -মদিনা,
অন্তরই যে খোদার আরশ, কেউই আমরা জানি না!

শ'য়ে শ'য়ে মসজিদ আছে, আরো আছে মন্দির,
মানুষই যার ঈশ্বর -আল্লাহ, কোথায় পাব এমন বীর?

এসো ওঠাই মনের পর্দা , এসো ওঠাই সব দেয়াল,
যাহা আল্লাহ, তা-ই ভগবান, ঠিকই তখন হবে খেয়াল!

জামাইকা, নিউইয়র্ক
১২/০৫/২০০৩

নয়ঃ আমার স্বর্গ-- নরক

নন্দিত হয় নরক,
নিন্দিত হয় স্বর্গ,
মন্দির হয় শূন্য-
তুমি বিনে দিতে অর্ঘ্য!

তুমি হে আগে মোর
তুমি হে পিছে,
তুমি হে উপরে মোর
তুমি হে নীচে।

দশঃ আচানক ১২ ঘন্টা

পূবাকাশে উঠিয়া রবি
বানিয়ে দিল আমারে কবি।

আকাশে দেখিয়া তারার মেলা
শুরু করে মন আচানক খেলা।
ফুলের শোভা, পাখির গান
জুড়াইয়া দেয় আমার পরাণ।
পূর্নিমা রাতের ঐ রুপালী চঁদ
দেখিয়া মেটে জনমের সাধ।

মাটির বদলে আকাশ আজ সাথী
তারে লয়ে কথার মালা তাই গাঁথি।
মনের ক্যানভাসে আঁকি তার ছবি,
তবু ও ফোটে না তার রূপ সবই।

পশিম আকাশে হেলে পড়ে রবি,
আহা কী আনন্দ, আজ আমি কবি!

জামাইকা, নিউ ইয়র্ক
০৮।২২।২০০২

copyrights www.mukto-mona.com 2004